৬. প্রাকৃতিক সম্পদ

১. সোনালি আঁশের দেশ কোনটি?
ক ভারত খ শ্রীলংকা
গ পাকিস্তান শ বাংলাদেশ ঘ

২. কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত —
শ কর্ণফুলী নদীর উপর খ পদ্মা নদীর উপর
গ সাঙ্গু নদীর উপর ঘ মেঘনা নদীর উপর ক

৩. ইউরিয়া সারের কাঁচামাল কি?
শ মিথেন গ্যাস খ ক্রিংকার
গ অ্যামোনিয়া ঘ অপরিশোধিত তেল ক

৪. খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানার কাগজ তৈরিতে ব্যবহার করা হয় —
ক পাটখড়ি খ আখের ছোবড়া
গ বাঁশ শ গেওয়া কাঠ (সুন্দরবনের) ঘ

৫. জ্বালানি তেল শোধনাগার কোথায় অবস্থিত?
ক সিলেট খ খুলনা
শ চট্টগ্রাম ঘ ঢাকা গ

৬. বাংলাদেশের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়টি?
ক ৫টি খ ৭টি
শ ১০টি ঘ ৯টি গ

৭. বাংলাদেশে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ কত?
শ ০.৮ হেক্টর খ ০.২ হেক্টর
গ ০.৫ হেক্টর ঘ ২ হেক্টর ক

৮. বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয় —
শ সিলেটের মালনিছড়ায় খ তামাবিলে
গ চট্টগ্রামে ঘ জাফনায় ক

৯. বাংলাদেশের কোথায় কাসাভা চাষ করা হয়?
ড় মধুপুর গড়ে খ রংপুরে
গ বরিশালে ঘ সিলেটে ক

১০. বাংলাদেশে দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল কোনটি?
ক তামাক শ চা
গ ধান ঘ গম খ

১১. কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয়?
ক দিনাজপুর খ বরিশাল
গ টাঙ্গাইল শ ময়মনসিংহ ঘ

১২. সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ কি?
ক গেওয়া শ সুন্দরী
গ গড়ান ঘ গোলপাতা খ

১৩. বরেন্দ্রভূমিতে কোন গাছ সবচেয়ে বেশি জন্মে?
ক সুন্দরী শ শালগাছ
গ গোলপাতা ঘ গেওয়া খ

১৪. বাংলাদেশে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে —
শ বিজয়পুরে খ টেকের হাটে
গ রানীগঞ্জে ঘ বিয়ানীবাজারে ক

১৫. তিতাস গ্যাসফিল্ড কোথায় অবস্থিত?
ক সিলেট শ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
গ চট্টগ্রাম ঘ বগুড়া খ

১৬. দিনাজপুর বড় পুকুরিয়ায় কোন খনিজ প্রকল্পের কাজ চলছে?
ক কঠিন শিলা শ কয়লা
গ চুনাপাথর ঘ সাদামাটি খ

১৭. লবণ প্রস্তুতের কাঁচামাল —
ক নদীর পানি শ সমুদ্রের পানি
গ লবণাক্ত পানি ঘ পুকুরের পানি খ

১৮. কোন গাছের ছাল থেকে রং প্রস্তুত হয়?
শ গরান খ গেওয়া
গ সুন্দরী ঘ খেজুর ক

১৯. কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে কত অংশ বনাঞ্চল প্রয়োজন?
ক ২২ শতাংশ শ ২৫ শতাংশ
গ ২০ শতাংশ ঘ ২৭ শতাংশ খ

২০. বাংলাদেশে কোথায় সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপন্ন হয়?
ক যশোর খ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ ময়মনসিংহ শ রংপুর ঘ

২১. বাংলাদেশের 'সাদা সোনা' কি?
ক বাংলাদেশের ইলিশ খ বাংলাদেশের রুই
গ বাংলাদেশের কচ্ছপ শ বাংলাদেশের চিংড়ি ঘ

২২. চিংড়ি চাষের জন্যে কোন অঞ্চলকে বাংলাদেশের 'কুয়েত সিটি' বলা হয়?
শ খুলনা অঞ্চল খ ময়মনসিংহ অঞ্চল
গ বরিশাল অঞ্চল ঘ কক্সবাজার অঞ্চল ক

২৩. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃক্ষ বৈলামের সাধারণ উচ্চতা কত?
ক ১০০ ফুট শ ২৪০ ফুট
গ ৩০০ ফুট ঘ ৪০০ ফুট খ

২৪. 'সিলিকা বালু' খনিজ কি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়?
শ কাচ খ সিমেন্ট
গ মৃৎপাত্র ঘ রেলপথ নির্মাণ ক

২৫. দেশের একমাত্র পেট্রোলিয়াম খনিজ ক্ষেত্রের নাম কি?
ক সেমুতাং খ তিতাস
শ হরিপুর ঘ জালালাবাদ গ

২৬. বাপেক্স কতটি গ্যাস ক্ষেত্র খনন করে?
শ ৩টি খ ৪টি
গ ২টি ঘ ৫টি ক

২৭. বিজয়পুরে 'সাদামাটি' কত সালে পাওয়া যায়?
শ ১৯৫৮ সালে খ ১৯৫৭ সালে
গ ১৯৬৪ সালে ঘ ১৯৬২ সালে ক

২৮. বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয় —
শ ১৯৮৬ সালে খ ১৯৮৯ সালে
গ ১৯৯৯ সালে ঘ ১৯৮৮ সালে ক

২৯. বাংলাদেশে সর্বশেষ আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র কোনটি?
ক সালদা নদী খ বিয়ানী বাজার
শ শ্রীকাইল ঘ বেগমগঞ্জ গ

৩০. বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার জন্যে বাংলাদেশ কোন দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে?
ক সিঙ্গাপুর খ ভারত
গ বার্মা শ থাইল্যান্ড ঘ

৩১. দেশের বিদ্যুৎ বেশি ব্যবহার করা হয় কোন খাতে?
ক বাসস্থান শ শিল্পখাত
গ কৃষিখাত ঘ শিক্ষাখাত খ

৩২. সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মিত হয় কবে?
ক ১৯৯৯ খ ২০০০
গ ২০০১ শ ২০০২ ঘ

৩৩. বাংলাদেশের GDP– তে কৃষিখাতের অবদান কত?
ক ২১.৭০ শতাংশ শ ১৮.৭৩ শতাংশ
গ ২১.৭৫ শতাংশ ঘ ২১.১১ শতাংশ খ

৩৪. চলতি আর্থিক বাজেটে কৃষিখাতে বরাদ্দ কত টাকা ধরা হয়েছে?
ক ৩০০ কোটি টাকা শ ৫৯৬৫ কোটি টাকা
গ ৫০০ কোটি টাকা ঘ ২০০০ কোটি টাকা খ

৩৫. বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে 'বলাকা' ও 'দোয়েল' নাম দুটি কিসের?
ক দুটি কৃষি যন্ত্রপাতির নাম খ দুটি কৃষি সংস্থার নাম
শ উন্নত জাতের গম শস্য ঘ কৃষি খামারের নাম গ

৩৬. বাংলাদেশে সম্প্রতি কোন জেলায় চা বাগান করা হয়?
ক পঞ্চগড় খ দিনাজপুর
গ কুড়িগ্রাম শ বান্দরবান ঘ

৩৭. আমাদের দেশে বনায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ —
ক গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে
শ গাছপালা O_2 ত্যাগ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে ও জীব জগতকে বাঁচায়
গ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন অবদান নাই

ঘ ঝড় ও বন্যার আশংকা বাড়িয়ে দেয় (খ)

৩৮. বাংলাদেশে কবে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়?
ক ১৯৫৫ শ ১৯৫৭
গ ১৯৬৭ ঘ ১৯৭২ (খ)

৩৯. বাংলাদেশের জাতীয় পশু কোনটি?
ক গরু খ ছাগল
গ গয়াল শ রয়েল বেঙ্গল টাইগার (ঘ)

৪০. ৩৬. কোনটি উন্নত জাতের বেগুন নয়
ক ইওরা খ তারাপুরী
গ শুকতারা শ যমুনা (ঘ)

৪১. রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত —
ক পললগঠিত সমভূমি শ বরেন্দ্রভূমি
গ উত্তরবঙ্গ ঘ মহাস্থানগড় (খ)

৪২. বাংলদেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শুরু হয় কত সালে?
ড় ১৯৫০ খ ১৯৬০
গ ১৯৭০ ঘ ১৯৮০ (ক)

৪৩. বাংলাদেশের গবাদিপশুতে প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয় —
শ ৫ মে, ১৯৯৪ খ ৬ এপ্রিল, ১৯৯৪
গ ৫ মে, ১৯৯৫ ঘ ৭ মে, ১৯৯৫ (ক)

৪৪. বাংলাদেশের পানিসম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি কোন খাতে?
ক আবাসিক শ কৃষি
গ পরিবহন ঘ শিল্প (খ)

৪৫. বাংলাদেশে মৎস্য আইনে কত সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছের পোনা ধরা নিষেধ?
ক ১৮ খ ২০
শ ২৩ ঘ ২৫ (গ)

৪৬. IFAP কী?
ক ছাত্র সংগঠন খ প্রকৌশলী সংগঠন
গ শ্রমিক সংগঠন শ কৃষি সংগঠন (ঘ)

৪৭. বাংলাদেশের কোন বনভূমি শালবৃক্ষের জন্যে বিখ্যাত?
ক সিলেটের বনভূমি
খ পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি
শ ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি
ঘ খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালীর বনভূমি (গ)

৪৮. হরিপুরে তেল আবিষ্কার হয় —
ক ১৯৮৭ সালে শ ১৯৮৬ সালে
গ ১৯৮৫ সালে ঘ ১৯৮৪ সালে (খ)

৪৯. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয়?
শ রংপুর খ ময়মনসিংহ
গ টাংগাইল ঘ ফরিদপুর (ক)

৫০. 'আলোক-৬২১০' কি?
ক উচ্চফলনশীল গম খ উচ্চফলনশীল ভুট্টা
গ উচ্চ ফলনশীল সরিষা শ উচ্চ ফলনশীল ধান (ঘ)

৫১. সুন্দরবনের কত শতাংশ বনভূমি বাংলাদেশের অন্তর্গত?
ক ৫০ শতাংশ খ ৫৫ শতাংশ
গ ৬০ শতাংশ শ ৬২ শতাংশ (ঘ)

৫২. বাংলাদেশের কোথায় গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গেছে?
ক হাতিয়া শ কুতুবদিয়া
গ মহেশখালী ঘ সন্দ্বীপ (খ)

৫৩. FAO-এর মতে বাংলাদেশে কত শতাংশ বনভূমি আছে?
ক ৮% খ ৯%
শ ১০% ঘ ১১% (গ)

৫৪. বাংলাদেশের কয়টি জেলার নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে?
ক ৬৩টি জেলা শ ৬১টি জেলা
গ ৫১টি জেলা ঘ ৪৯টি জেলা (খ)

৫৫. দেশের চতর্থ বৃহত্তম খাদ্যশস্য কি?
ক ধান ড় আলু
গ গম ঘ ভূট্টা (খ)

৫৬. বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন কোথায়?
ক খুলনা শ নোয়াখালী
গ বাগেরহাট ঘ সাতক্ষীরা (খ)

৫৭. যে কূপে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছে তা কোন জেলায় অবস্থিত?
ক সিলেট খ সুনামগঞ্জ
গ হবিগঞ্জ শ মৌলভীবাজার (ঘ)

৫৮. উত্তরবঙ্গের কোন জেলায় চা বাগান আছে?
ক পাবনা খ লালমনিরহাট
গ দিনাজপুর শ পঞ্চগড় (ঘ)

৫৯. বাংলাদেশে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে —
ক জামালগঞ্জ খ বড়পুকুরিয়া
গ পার্বতীপুর শ বিজয়পুর (ঘ)

৬০. বাংলাদেশের একটি সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্রের নাম —
শ সাঙ্গু খ কর্ণফুলী
গ ভোলা ঘ এদের কোনটিই নয় (ক)

৬১. দেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রে প্রথম অগ্নিকা হয়?
ক হরিপুর খ সেমুতাং
শ মাগুরছড়া ঘ সাঙ্গু (গ)

৬২. বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়?
ক ময়মনসিংহ খ জামালপুর
গ যশোর শ নরসিংদী (ঘ)

৬৩. মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র কোন জেলায়?
ক সিলেট খ হবিগঞ্জ
শ মৌলভীবাজার ঘ ব্রাহ্মণবাড়িয়া (গ)

৬৪. ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান —
শ চতুর্থ খ পঞ্চম
গ ষষ্ঠ ঘ সপ্তম (ক)

৬৫. পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন কোনটি?
শ সুন্দরবন খ ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি
গ সরলবর্গীয় বনভূমি ঘ চিরহরিৎ বনভূমি (ক)

৬৬. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় —
ক সার কারখানায় খ সিমেন্ট কারখানায়
শ তাপ উৎপাদনে ঘ রান্নার কাজে (গ)

৬৭. বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কৃত হয় কত সালে?
ক ১৯৫০ খ ১৯৫২
গ ১৯৫৪ শ ১৯৫৫ (ঘ)

৬৮. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কৃষিশুমারি হয়েছে কয়টি?
ক ১টি খ ৪টি
গ ৩টি শ ৫টি (ঘ)

৬৯. বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে —
ক খুলনা বিভাগে শ চট্টগ্রাম বিভাগে
গ বরিশাল বিভাগে ঘ সিলেট বিভাগে (খ)

৭০. বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা উৎপন্ন হয় —
ক হবিগঞ্জ জেলায় খ সিলেট জেলায়
গ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শ মৌলভীবাজার জেলায় (ঘ)

৭১. বাংলাদেশে সর্বশেষ যে গ্যাস ফিল্ড থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়েছে তার নাম কি?
শ বিবিয়ানা খ সাঙ্গু
গ বাখরাবাদ ঘ কৈলাসটিলা (ক)

৭২. বাংলাদেশের শতকরা কতজন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল?
ক ৯০ জন খ ৮৫ জন
গ ৭৫ জন ড় ৮০ জন (ঘ)

৭৩. মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে কৃষি শ্রমিক —
ক ৫০.৪% খ ৫৬.৫%
শ ৪৭.৩০% ঘ ৭২.৬% (গ)

৭৪. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা —
ক ১৭টি খ ২৬টি
ড় ২৫টি ঘ ২৩টি (গ)

৭৫. বাংলাদেশ মসলা গবেষনা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক পাবনা ড় বগুড়া
গ ঢাকা ঘ রাজশাহী (খ)

৭৬. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?
শ তিতাস গ্যাসক্ষেত্র খ সাংগু গ্যাসক্ষেত্র

গ বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র ঘ হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ক

৭৭. বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয় কবে?

ক ১৮৬০ সালে খ ১৮৪৮ সালে
গ ১৮৪০ সালে শ ১৮৫৪ সালে ঘ

৭৮. বাপেক্স-এর বর্তমান নামকরন কবে করা হয়?

ড় ২৩ এপ্রিল ২০০২ খ ২৫ মার্চ ২০০৩
গ ২৮ মার্চ ২০০৫ ঘ ২৬ মার্চ ২০০৭ ক

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্যে তথ্য কণিকা

- চাষাবাদের সুবিধার্থে বাংলাদেশের ঋতুকে ভাগ করা হয়েছে — *২ ভাগে; খরিপ ও রবি ঋতু।*
- গ্রীষ্মকালীন শস্যকে বলে — *খরিপ শস্য।*
- শীতকালীন শস্যকে বলে — *রবি শস্য।*
- বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ — *০.১৫ একর।*
- ফসলের জমিতে জৈব পদার্থের প্রয়োজন — *৫ ভাগ।*
- সোনালী আঁশ বলা হয় — *পাটকে।*
- পাট ও তুলার মিশ্রণে তৈরি এক ধরনের কাপড় — *জুটন।*
- আন্তর্জাতিক জুট স্টাডি গ্রুপ (IJSG) প্রতিষ্ঠিত হয় — *২৭-এ এপ্রিল ২০০২ (সদর দপ্তর: ফার্মগেট, ঢাকা)।*
- দেশের মোট আবাদি জমির মধ্যে ধান চাষ করা হয় — *শতকরা ৮০ ভাগে।*
- উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদনে সর্বাধুনিক আবিষ্কার — *হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন।*
- বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় — *সিলেটের মালনিছড়ায়; ১৮৫৭ সালে।*
- চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থন — *দশম (রপ্তানিতে ১৫তম)।*
- বাংলাদেশের জন্য আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্র — *০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার।*
- WTO-এর আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা — *০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার।*
- বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার অবস্থিত — *ঢাকার সায়েদাবাদে।*
- সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সর্বপ্রথম শুরু হয় — *চট্টগ্রাম জেলা রাঙ্গুনিয়ায়।*
- বাংলাদেশে জনপ্রতি বনভূমির — *০.০২ হেক্টর।*
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনাঞ্চল প্রয়োজন — ২৫ শতাংশ।
- বাংলাদেশের বনভূমি মোট স্থলভাগের — *১৭.০৮% (সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষ ২০১১) বা ১৭% (সূত্র: স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক ২০১০)।*
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী বনাঞ্চল সৃজন করা হয়েছে — *দেশের ১০টি জেলায়।*
- সুন্দরবনের দুই-তৃতীয়াংশ — *বাংলাদেশে।*
- বাংলাদেশে মোট গ্যাসক্ষেত্র — *২৫টি।*
- বাংলাদেশে সর্বশেষ আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের নাম — *শ্রীকাইল, কুমিল- া (২০১২)।*
- বাংলাদেশের প্রাথমিক বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রধান উৎস — *প্রাকৃতিক গ্যাস।*
- তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে স্থল এলাকায় মোট বণ্টক — *২৩টি।*
- বর্তমানে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে — *১৯টি গ্যাসক্ষেত্রের ৮৩টি কূপ হতে।*
- বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে দেশের জনসাধারণের — *৬০%।*
- কৃষিকাজের সর্বাপেক্ষা উপযোগী — *পলি মাটি।*
- বাংলাদেশ মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত — *ঢাকায়।*
- চা চাষের জন্যে প্রয়োজন — *অধিক বৃষ্টিপাত সমৃদ্ধ পাহাড়ী ঢালু জমি।*
- সর্বাধিক রবার উৎপন্ন হয় — *কক্সবাজারের রামুতে।*
- পেন্সিল তৈরি হয় — *ধুন্দল গাছের কাঠ দিয়ে।*
- দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স তৈরি হয় — *গেওয়া কাঠ থেকে।*
- বাংলাদেশ বন গবেষণা কেন্দ্রটি অবস্থিত — *চট্টগ্রামে।*
- সুন্দরবনের মৌয়ালদের কাজ — *মধু সংগ্রহ করা।*
- বাংলাদেশের সমুদ্রে গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে — *২টি।*
- ঢাকায় সরবরাহ করা গ্যাস আসে — *তিতাস গ্যাসফিল্ড থেকে।*
- বাংলাদেশে সর্বাধিক গ্যাস উত্তোলন করা হয় — *তিতাস গ্যাসফিল্ড থেকে।*
- মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পটি অবস্থিত — *দিনাজপুরে।*
- প্রবাল জাতীয় চুনাপাথর পাওয়া যায় — *সেন্টমার্টিন দ্বীপে।*
- বাগদা চিংড়ি চাষ করা হয় — *সামুদ্রিক পানিতে।*
- গলদা চিংড়ি চাষ করা হয় — *মিঠা পানিতে।*
- দেশে জাটকা রক্ষা কর্মসূচি পালন কা সহয় — *মোট সাত মাস।*
- বাংলাদেশে অধিক কুমির পাওয়া যায় — *সুন্দরবন এলাকার পানিতে।*
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পশুর নাম — *হাতি।*
- ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত নাম — *BRRI.*
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম — *ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।*
- বাংলাদেশ চা গবেষণা কেন্দ্রটি অবস্থিত — *মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে।*
- 'সফল' ও 'অগ্রণী' উন্নত মানের — *সরিষা।*
- বাংলাদেশের ডাল গবেষণা কেন্দ্রটি অবস্থিত — *ঈশ্বরদীতে।*
- বাংলাদেশের গম গবেষণা কেন্দ্রটি অবস্থিত — *দিনাজপুরে।*
- বাংলাদেশ বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে — *চিংড়ি রপ্তানি করে।*
- বাংলাদেশ গবাদি পশু গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত — *ঢাকার সাভারে।*
- বাংলাদেশে 'হরিণ প্রজনন কেন্দ্র' অবস্থিত — *কক্সবাজারের চকোরিয়া থানার ডুলাহাজরায়।*
- বাংলাদেশে 'মহিষ প্রজনন কেন্দ্র' অবস্থিত — *বাগেরহাটে।*
- সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ লম্বা হয় — *৪০–৬০ ফুট।*
- কর্ণফুলী রেয়ন মিলস অবস্থিত — *পার্বত্য চট্টগ্রামে।*
- নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল অবস্থিত — *পাবনার পাকশীতে।*
- নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলের প্রধান কাঁচামাল — *আখের ছোবড়া।*
- বাংলাদেশে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প — *তৈরি পোশাক।*
- তাঁতের কাপড়ের জন্যে বিখ্যাত — *টাঙ্গাইল জেলা।*
- রেশম বস্ত্রের জন্যে বিখ্যাত স্থান — *রাজশাহী।*
- দেশের বৃহত্তম বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি — *মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র।*
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই — *২৮টি জেলায়।*
- লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো শিকড়বিশিষ্ট গাছকে বলে — *ম্যানগ্রোভ।*
- বাংলাদেশে একক বৃহত্তম বনভূমি — *সুন্দরবন।*
- বাংলাদেশে চিংড়ি রয়েছে — *প্রায় ২৪ প্রকার।*
- যে বন জোয়ারের পানিতে পণ্ঢাবিত হয় এবং ভাটার সময় শুকিয়ে যায় তাকে বলে — *টাইডাল বন।*
- সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট, কটকা, মান্দার বাড়ি ও আলাক দ্বীপকে বলা হয় — *অভয়ারণ্য।*
- হরিপুর গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত — *সিলেটে।*
- সবচেয়ে বেশি রেশম গুটির চাষ হয় — *চাঁপাইনবাবগঞ্জ।*
- স্বর্ণা সারের উদ্ভাবক — *ড. আব্দুল খালেক।*
- একক জেলাভিত্তিতে সর্বাধিক বনভূমি — *বাগেরহাট জেলায়।*

- বাংলাদেশে আর্সেনিক পাওয়া গেছে — *৬১টি জেলায়।*
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত আর্সেনিকের মাত্রা — *১.০১ মিলিগ্রাম।*
- ঢেউটিনের বিকল্প জুটিন আবিষ্কার করেন — *মোবারক আহমদ খান।*
- রেশম বোর্ড ও রেশম গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় — *১৯৭৭ সালে।*
- আম গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত — *চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।*
- সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা — *চাঁদপুর।*
- বাংলাদেশের চা বেশি রপ্তানী হয় — *পাকিস্তানে ।*
- আদমজী জুটমিল বন্ধ হয় — *২০০২ সালে।*
- প্রজাতিগত দিক দিয়ে বাংলাদেশে — *স্তন্যপায়ী প্রাণী ১০৫ প্রকার, পাখি ৫৬৭ প্রজাতির, সরীসৃপ ১২০ প্রজাতির।*
- 'জুটিনে' ব্যবহার করা হয় — *প্রায় ৩৫ শতাংশ পাটজাত দ্রব্য।*
- সবুজ ও চিত্রা হচ্ছে — *উন্নত জাতের পুইশাক।*
- BGCI কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দেশের প্রথম ও একমাত্র বোটানিক্যাল গার্ডেন — *বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বোটানিক্যাল গার্ডেন।*
- আদার উচ্চ ফলনশীল জাত — *'বারি-১'।*

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ν গ্যাসক্ষেত্র

গ্যাসক্ষেত্রের নাম	অবস্থান	আবিষ্কারের সাল	পরিচালনাকারী	আবিষ্কারক সংস্থা
সিলেট	সিলেট	১৯৫৫	এসজিএফসিএল	পি.পি.এল (বার্মা অয়েল)
কৈলাশটিলা		১৯৬২	এসজিএফসিএল	শেল অয়েল
জালালবাদ		১৯৮৯	শেভরন	সিমিটার
বিয়ানীবাজার		১৯৮১	এসজিএফসিএল	পেট্রোবাংলা
ফেঞ্চুগঞ্জ		১৯৮৮	বাপেক্স	
তিতাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৯৬২	বিজিসিএল	শেল অয়েল
বিবিয়ানা	হবিগঞ্জ	১৯৯৮	শেভরন	
হবিগঞ্জ		১৯৬৩	বিজিএফসিএল	
মেঘনা	নরসিংদী	১৯৯০	বিজিএফসিএল	পেট্রোবাংলা
নরসিংদী		১৯৯০	বিজিএফসিএল	
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	১৯৯৭	শেভরণ	ইউনিকল
রশিদপুর		১৯৬০	এসজিএফসিএল	
ফেনী	ফেনী	১৯৮১	নাইকো	পেট্রোবাংলা
সাঙ্গু	চট্টগ্রাম	১৯৯৬	কেয়ার্ন এনার্জি	কেয়ার্ন এনার্জি
বাখরাবাদ	কুমিল্লা	১৯৬৯	বিজিএফসিএল	শেল অয়েল
সালদা নদী		১৯৯৬	বাপেক্স	বাপেক্স
বাংগুরা		২০০৫	তালেণ্ডা	
সুন্দলপুর	নোয়াখালী	২০১১	বাপেক্স	বাপেক্স
শ্রীকাইল	কুমিল্লা	২০১২	বাপেক্স	বাপেক্স
সেমুতাং	খাগড়াছড়ি	১৯৬৯	বাপেক্স	ওজিডিসি
বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	১৯৭৭	বাপেক্স	পেট্রোবাংলা
কুতুবদিয়া	কক্সবাজার	১৯৭৭	কেয়ার্ন	ইউনিয়ন অয়েল কো.
শাহবাজপুর	ভোলা	১৯৯৫	বাপেক্স	বাপেক্স
কামতা	গাজীপুর	১৯৮১	এসজিএফসিএল	পেট্রোবাংলা
ছাতক	সুনামগঞ্জ	১৯৫৯	বিডিএফসিএল	পিপিএল (বার্মা অয়েল)

ν শস্য উৎপাদনে শীর্ষ জেলা

শস্য	যে জেলায় বেশি জন্মে
ধান	ময়মনসিংহ
গম	নাটোর
পাট	রংপুর
তামাক	রংপুর
রেশম	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
তুলা	যশোর

ν প্রধান প্রধান খনিজ সম্ভার

খনিজ	প্রাপ্তিস্থান
খনিজ তেল	সিলেটের হরিপুর
চীনামাটি	নেত্রকোনার বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা
চুনাপাথর	সিলেটের টেকেরহাট, লালঘাট ও বাগলিবাজার এবং জয়পুরহাট ও সেন্টমার্টিন
কঠিন শিলা	রংপুরের বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও দিনাজপুরের পার্বতীপুর ও মধ্যপাড়া
কয়লা	দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া ও ফুলবাড়ি,
	জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ, সিলেটের লালঘাট ও টেকেরহাট
সিলিকা বালি	হবিগঞ্জের শাহজীবাজার, জামালপুরের বালিঝুরি, কুমিলণ্ডার চৌদ্দগ্রাম

ν উন্নত জাতের কিছু শস্যের নাম

শস্যের নাম	শস্যের উন্নত জাত
ধান	বিপ- ব, ব্রিশাইল, ব্রিবালাম, শাহীবালাম, বাউধান, মালা, মুক্তা, ময়না, মোহিনী, প্রগতি, পাইজাম, পঙর্বাচী, চান্দিনা, দুলাভোগ, হাইব্রিড, আশা, সুফলা, গাজী, নিয়ামত, ভরসা, ইরাটম-২৪
গম	আকবর, আনন্দ, কাঞ্চন, বরকত, অগ্রণী, ইনিয়া-৬৬, জোপাটেকো, সোনালিকা, বলাকা, দোয়েল
সরিষা	সফল, অগ্রণী
তুলা	রূপালী, ডেলফোজ
তামাক	সুমাত্রা ও ম্যানিলা
কলা	অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহন বাঁশী, বীটজবা, অমৃতসাগর, মেহের সাগর, সিংগাপুরি

পাট	তোসা, মেসতা, হোয়াইট, অ্যাটম, বিনাদেশী
তরমুজ	পদ্মা
মরিচ	যমুনা
আম	মহানন্দা, মোহনভোগ, গোপালভোগ, ল্যাংড়া
টমেটো	বাহার, মানিক, রতন, ঝুমকা, সিঁদুর, শ্রাবনী
আলু	ডায়মন্ড, কার্ডিনেল, কুফরী, সিন্দুরী
বাঁধা কপি	গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়াই ক্রস, গ্রীন এক্সপ্রেস, অ্যাটনাম-৭০, ড্রামহেড
ভুট্টা	বর্ণালী ও শুভ্র
বেগুন	ইওরা, শুকতারা, তারাপুরী
চা	বিটি-১২ এবং বিটি - ১৩
আখ	ঈশ্বরদী-২৫৪

ν কৃষিশুমারি

কৃষিশুমারির প্রকৃতি	সময়কাল
প্রথম কৃষিশুমারি	১৯৬০
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কৃষিশুমারি	১৯৭৭
শহর ও পল-ী অঞ্চলে পৃথকভাবে পরিচালিত প্রথম কৃষিশুমারি	১৯৮৩-৮৪
শুধু পলণ্টী এলাকায় অনুষ্ঠিত কৃষিশুমারি	১৯৯৬-৯৭
দেশের প্রথম প□র্ণাঙ্গ অর্থাৎ গ্রাম ও শহরে একযোগে অনুষ্ঠিত কৃষিশুমারি	১১-২৫-এ মে ২০০৮

ν বনজ সম্জদের ব্যবহার

বনজ সম্জদ	ব্যবহার
১. বাঁশ ও ঘাস	কর্ণফুলী ও সিলেট কাগজ কলের কাঁচামাল হিসেবে
২. গর্জন	রেল লাইনের পিপার তৈরিতে
৩. চাপালিস ও গামারি	সাম্জন ও নৌকা তৈরিতে
৪. সেগুন	আসবাবপত্র তৈরিতে
৫. শাল	গৃহ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি ও আসবাবপত্র তৈরিতে
৬. গেওয়া, ধুন্দল ও শিমুল	দিয়াশলাই ও পেন্সিল তৈরিতে
৭. গোলপাতা	ঘরের ছাউনি হিসেবে

ν বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রসমঙহ

নাম	অবস্থান
গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	খুলনা
ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	কুষ্টিয়া
ঠাকুরগাঁও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ঠাকুরগাঁও
সৈয়দপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নীলফামারি
সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ
আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নরসিংদী
শাহজিবাজার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সিলেট
চট্টগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	চট্টগ্রাম

ν পানি শোধনাগার

অবস্থান	নির্মাণকাল	উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক/কোটি লিটার
চাঁদনী ঘাট, ঢাকা	১৮৭৪	০২
সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ	১৯২৯	০৫
গোদানাইল, নারায়ণগঞ্জ	১৯৮৯	০৩
সায়েদাবাদ, ঢাকা	২০০২	২২.৫

ν বিভিন্ন কেন্দ্র/বোর্ড/ইনস্টিটিউটের নাম

প্রকৃতি	কেন্দ্র/বোর্ড/ইনস্টিটিউটের নাম	অবস্থান
কেন্দ্র	মহিষ গবেষণা কেন্দ্র	ময়মনসিংহ
	হরিণ গবেষণা কেন্দ্র	ডুলাহাজরা, কক্সবাজার
	গবাদি পশু গবেষণা কেন্দ্র	সাভার
	চিংড়ী গবেষণা কেন্দ্র	বাগেরহাট
	বন গবেষণা কেন্দ্র	চট্টগ্রাম
	ডাল গবেষণা কেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা
বোর্ড	চা গবেষণা বোর্ড	শ্রীমঙ্গল, মৌলভী- বাজার
	আম গবেষণা বোর্ড	রাজশাহী
	তাঁত গবেষণা বোর্ড	নরসিংদী
	রবার গবেষণা বোর্ড	কক্সবাজার
	বাংলাদেশ রেশম বোর্ড	রাজশাহী
ইনস্টিটিউট	ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঈশ্বরদী, পাবনা
	মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট	
	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	ফরিদপুর
	কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর
	মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	চাঁদপুর